''শিব জয়ন্তী - ব্রত নেওয়ার এবং সর্ব সমর্পণ হওয়ার স্মারক''

আজ ত্রিমূর্তি রচয়িতা শিববাবা তাঁর নিজের পূজ্য শালগ্রামদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। আজ মিলন হবে আজ উদযাপনও হবে। বিশ্বের চতুর্দিক থেকে বাপদাদার জয়ন্তী উদযাপন করার জন্য তোমরা সবাই বড়ই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এখানে এসে পৌঁছেছো। বাচ্চারা বলে, বাবার জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছি আর বাবা বলেন, বাচ্চাদের জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছি। তোমরা সবাইও নিজেদের জয়ন্তী অলৌকিক বার্থ ডে উদযাপন করতে এসেছ। সারা কল্পে এমন অভিনব এবং মনোরম বার্থ ডে কখনো হয় না। সমগ্র কল্পে দেখেছ, এমন বার্থ ডে পালন করা হয়েছে, যা বাবারও হয় আর সাথে বাচ্চাদেরও হয়? কেননা, বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে শিববাবা ও ব্রহ্মা দাদার সাথে সাথে ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যজ্ঞ সফল হয় না। সেইজন্য বাবা আর বাচ্চাদের সম্মিলিত জন্মদিন অর্থাৎ জয়ন্তী। তো বাচ্চারা অন্তঃকরণে বাবাকে অভিবাদন করছে আর বাবা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে অলৌকিক জন্মের কোটি কোটির থেকেও বেশি হৃদয়ের শুভাশিসের সাথে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন! (সবাই হাত নাড়িয়েছে) খুব ভালো - এক হাতের তালি ভালো লাগে, দুই হাতের নয়। খুব খুশি তো না, তাইতো হাত থামে না, চলতে থাকে।

দুনিয়াতে ভক্তরাও শিব জয়ন্তী প্রচুর আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে পালন করে। কিন্তু তারা পালন করে এক দিনের জাগরণ বা একদিনের ব্রত। তোমরা বাচ্চারা অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগরণের সংকল্প একদিনের জন্য করনি, জাগরণ তারাও করে কিন্তু তোমরা এক সঙ্গম যুগের হিরে তুল্য জন্মের জাগরণ করেছ আর করছ। জেগে উঠেছ তো না! এখন আবার ঘুমিয়ে যাবে না তো! নাকি অল্পস্বল্প ঘুমিয়ে যাবে! আচ্ছা, ঘুমাবে না তো একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে! এই জাগরণ এমন জাগরণ যে স্বয়ং তো জেগে যায় এবং অন্যকেও জাগায়। জ্ঞানের জীবনে জাগরণ মানে অন্ধকার থেকে আলোয় আসা। এই অলৌকিক জাগরণ সবার ভালো লাগে তো না! যখন থেকে জন্ম নিয়েছ, জয়ন্তী উদযাপন করেছ তখন থেকে কী কী ব্রত নিয়েছো? স্মরণে আছে তো না! বাচ্চারা বলে, স্মরণ কি, আমাদের ন্যাচারাল জীবনই 'ব্রত' হয়ে গেছে। পবিত্র আহার, পবিত্র ব্যবহার এবং পবিত্র বিচার হয়ে গেছে এই জীবন। এক মাসের জন্য, দু' মাসের জন্য নয়, জীবনই ব্রত ধারণ করার হয়ে গেছে। ন্যাচারাল নেচার হয়ে গেছে। পবিত্রতার নেচার হয়ে গেছে, তাই না! নেচার তৈরি হয়ে গেছে, নাকি তৈরি করতে হবে? তৈরি হয়ে গেছে তো না? শুধু কাঁধ নাড়াও ব্যস্! তৈরি হয়েছে? অপবিত্রতা নেচার থেকে সমাপ্ত হয়ে গেছে আর পবিত্রতা জীবনে সমাহিত হয়েছে। এমন হিরেতুল্য শিব জয়ন্তী বা শালগ্রাম জয়ন্তী উদযাপন করেছ। চতুর্দিকের দেশ বিদেশের বাচ্চারাও সাথে সাথে উদযাপন করছে। বাপদাদা দেখছেন যে বাবার সাথে আর তোমাদের সাথে চতুর্দিকে তারাও কত খুশি হচ্ছে!

আজকের দিনে বিশেষভাবে ভক্তরা তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বলিও দেয়। তোমরা সবাই মন-বচন-কর্ম দ্বারা বাবার সামনে সমর্পণ হও, তারই স্মারক রূপে ভক্তরা নিজেকে বলি দেয় না, ছাগ বলি দেয়। আর কাউকে পায়নি, ছাগলই কেন তারা পেয়েছে? এরও রহস্য তোমরা জানো, কেননা, সবচেয়ে বড় থেকে বড় দেহ-অভিমানের কারণ হলো, "আমিত্ব (ম্যাঁয়) ভাব।" এই "আমিত্বভাব" যখন সমর্পণ করে দাও তখনই তোমরা ব্রাহ্মণ হও। তো ছাগল কী করে? ম্যাঁ, ম্যাঁ ... এটা দেহ অভিমানের আমি ভাবের লক্ষণ আর দেহ অভিমানের আমি ভাব খুব সূক্ষ্মও এবং বিভিন্ন রকমেরও। সর্বাপেক্ষা প্রথম আমি ভাব - আমি শরীর, আমি অমুক। এর পরে গিয়ে তো সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ারও বিভিন্ন আমি ভাব আছে। আরও পরে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পজিশনেরও আমি ভাব আছে। তার থেকেও সূক্ষ্ম নিজের বিশেষত্বের আমি ভাব উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনে। বিশেষত্ব প্রত্যেকের মধ্যে আছে, এমন কোনও মনুষ্য আত্মা নেই যার মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনও বিশেষত্ব থাকবে না, এটা নয়। জ্ঞানী জীবনেও সব ব্রাহ্মণের ভিতরে ন্যূনতম একটা বিশেষত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু জ্ঞানী জীবনে বিশেষত্ব পরমাত্ম প্রদত্ত পরমাত্ম উপহার। যখন পরমাত্মার দানকে দেহ অভিমান বশে আমিত্বভাবে নিয়ে আসে, আমি এরকম, সেটা রয়্যাল অভিমান - সবচাইতে বড় 'আমি ভাব।' সুতরাং সমর্পণ তো হয়েই আছ, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাদের আরও কী বিবেচনা করতে হবে?

টিচাররা সবাই তোমরা নিজেদেরকে কী বলো? সমর্পণ তো হয়েছো না! টিচার্স সবাই সমর্পিত? আচ্ছা - যারা প্রবৃত্তিতে থাকে তারা সমর্পিত হয়েছে? হ্যাঁ কি না? পান্ডব সমর্পিত? খুব ভালো, অভিনন্দন। ভবিষ্যতে কী করতে হবে? সমর্পণ তো

হয়ে গেছে, খুব ভালো। এবার ভবিষ্যতে এটা চেক করতে হবে, বলবো কি? তোমরা বলবে সমর্পিত হয়েছি তো না, আর কী করতে হবে? এক হলো সমর্পণ আর পরে হলো 'সর্ব সমর্পণ।' 'সর্ব 'তে বিশেষ আন্ডারলাইন রয়েছে, নিজের মন-বুদ্ধি-সংস্কার সহ সমর্পণ কেননা তোমরা যত এগিয়ে যাও, পুরুষার্থে ততো তীব্রগতিতে কদম উঠাও আর উঠাচ্ছও। কিন্তু বর্তমান বায়ুমন্ডল অনুসারে তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনেও মন আর বুদ্ধির উপরে ব্যর্থের ফলাফল খারাপ কিছু না, কেননা সব খারাপ শেষ হয়ে গেছে। যতই হোক, কিন্তু ব্যর্থ আর নেগেটিভের প্রভাব বেশি থাকার কারণে তোমাদের যথার্থ আর সত্য নির্ণয়ের অনুভব শক্তি কম হয়ে যায়। বোধের দ্বারা অনুভব হয় - হ্যাঁ এটা রং, এটা ঠিক নয়। কিন্তু এক হলো বিবেক দ্বারা অনুভব, আরেক হলো হৃদয়ের অনুভব। যদি হৃদয় থেকে কোনও বিষয়কে অনুভব করে নিয়েছ তবে দুনিয়া বদলে গেলেও কিন্তু নিজে বদলাবে না। তাছাড়া সংস্কার, ৬৩ জন্মের পুরানো হওয়ার কারণে ন্যাচারাল হয়ে গেছে, যা' অন্য ভাবে বলে থাকো 'এটা ভুল নয়, কিন্তু এটা আমার নেচার।' তো পুরানো সংস্কার কিছু মুছে যায়, কিছু চাপা পড়ে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু সর্ব সমর্পণের অর্থ হলো - মনের ভাব আর ভাবনা প্রত্যেক আত্মার প্রতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, যাকে বাপদাদা বলে থাকেন যেমনই আত্মা হোক, ভিন্ন ভিন্ন তো হবেই, এটা কল্প বৃক্ষ, যদি ভ্যারাইটি না হয় তবে শোভা থাকবে না, কিন্তু প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা থাকে। এমনকি তোমরা অশুভ ভাবনাকেও পরিবর্তন করে শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা বজায় রাখো, প্রত্যেক আত্মার জন্য এই মঙ্গল কামনা অবশ্য তাদের বদলাবে। এমন নয় যে এর তো কখনো পরিবর্তন হবেই না, তার প্রতি জজ হয়ে জাজমেন্ট দিও না যে এ' পরিবর্তন হবেই না। তোমরা যখন চ্যালেঞ্জ করেছই যে প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে সতঃ গুণী বানাতেই হবে, তখন তো হবে কি হবে না এই প্রশ্নই নেই, বানাতেই হবে। 'ই' শব্দকে তোমরা আন্ডারলাইন করেছো। তাহলে কি প্রকৃতি পরিবর্তন হতে পারে, আত্মা পরিবর্তন হতে পারে না? আত্মা তো প্রকৃতির পুরুষ। তো প্রকৃতি বদলাবে, পুরুষ বদলাবে না কেন? সুতরাং, বর্তমান সময়ে মন-বুদ্ধি-সংস্কার, স্ব-এর পরিবর্তন এবং সকলের পরিবর্তন - এটাই সেবা।

সবাই জিজ্ঞাসা করে - এই বছরে কী করতে হবে? ডবল সেবা করতে হবে। এক তো স্ব-এর সর্ব সমর্পণ, আরেক, স্ব-কে এত সমর্পণ করো যাতে তোমাদের বায়ুমন্ডল, তোমাদের ভাইব্রেশন, তোমাদের সঙ্গ, তোমাদের হৃদয়ের সহযোগ, তোমাদের হৃদয়ের শুভেচ্ছা সহজভাবে পরিবর্তন করতে অন্যদেরও যেন সহযোগ দেয়। এতটাই স্ব পরিবর্তন করতে হবে। সর্ব সমর্পণ করতে হবে। এক, এই সেবা আর দুই, লোক সেবা, রেজাল্টে বাবা দেখেছেন যে, চারদিকে, দেশে বিদেশে, গ্রামে সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যে সেবা করেছে, বাবার প্রতি ভালবাসাতে করেছে, তার জন্য তো বাপদাদা অনেক অনেক অনেক অভিনন্দন জানান। ভবিষ্যতে তোমাদের কী করতে হবে? বাপদাদা দেখেছেন যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে, তা' ব্রাহ্মণদেরই বৃদ্ধি হয়েছে, আরও তীব্রগতিতে বৃদ্ধি হওয়ার আছে। সেই সঙ্গে যারা লোকপ্রিয় সেবা করেছে, বিভিন্ন প্রজেক্ট দ্বারা যে সেবা হচ্ছে, তা' খুব ভালো। এখন বিভিন্ন জায়গায় সহযোগী আত্মারা দক্ষ নিমিত্ত হয়েছে। তারা সহযোগী তো খুব ভালো, সহযোগের এক কদম উঠিয়েছে। এক পা তো বাড়িয়েছে কিন্তু অন্য পা সহজযোগী, কর্মযোগী হওয়ার। কর্মযোগী এবং সহজযোগী কিছুটা হলেও হয়েছে, এটা দ্বিতীয় স্টেজ। এখন এমন আত্মারা প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ দ্বারা যেন স্টেজে পার্ট প্লে করে। মাইক সর্বদা স্টেজের উপরে থাকে তো না! সুতরাং তারা মাইক হয়ে সেবার স্টেজে প্রত্যক্ষ স্বরূপে অবশ্যই আসবে। তোমরা মাইট, তারা মাইক। যেমন ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত রূপে মাইট, আর তোমরা সব বাচ্চাকে মাইক বানিয়েছেন, তেমনই তোমরা মাইট হও আর এমন মাইক প্রস্তুত করো। তারা আছে খুব ভালো ভালো, তাদের জন্য আশা রয়েছে তারা ফাস্ট যাবে। এখন শুধু এমন আরও আত্মাদের সাথে কানেকশন বাড়ানোর আবশ্যকতা আছে। তারা জানতে চায় কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে। মাইট হয়ে তাদেরকে বিধি এমনভাবে শোনাও যাতে লৌকিক অক্যুপেশন এবং অলৌকিক সেবা দুইয়ের ব্যালেন্স রেখে লাস্ট সো ফাস্ট, ফাস্ট সো ফার্স্ট হওয়ার লাইনে যেন তারা এসে যায়। এমন আত্মারা আছে, শুধু প্রত্যক্ষ হতে হবে। তাদের সাথে শুধু কানেকশন বজায় রাখো আর তাদেরকে কারেন্ট দাও। অধ্যাত্মবাদের কারেন্ট, ভাইব্রেশন, বায়ুমণ্ডলের কারেন্ট এবং বিধি দেখাও যাতে তারা এটা প্রত্যক্ষ করানোর নিমিত্ত হয় যে ব্যালেন্সড রেখে চলা জীবন খুব ভালো আর সহজ। ঠিক আছে তো না! কী করতে হবে তা' তোমরা শুনে নিয়েছো, তাই না!

ছোট ছোট পুষ্পস্তবক তো তৈরি করো। ঠিক আছে বড় পুষ্পস্তবক না হোক, পাঁচ ফুলের, দশ ফুলের তোড়া তো নিয়ে এসো। সর্বত্র তারা বাপদাদার নজরে বিদ্যমান। শুনেছো! পান্ডব শুনেছো? খুব ভালো। ডবল ফরেনার্স জাম্প করছে না বরং তারা উড়ছে, সুতরাং প্রথম পুষ্পস্তবক বিদেশ আনবে নাকি ভারত আনবে? কে আনবে? নাকি উভয়ে একসাথে আনবে? একদিক থেকে ফরেনের, একদিকে ভারতের, দুই পুষ্পস্তবক স্টেজে আসবে। ঠিক যেমন তোমরা এই সেরিমনি উদযাপন করো, তারাও সেরিমনি পালন করবে, উভয় পুষ্পস্তবকের সাথে, ভারতেরও বিদেশেরও। ঠিক আছে? যারা

বিদেশ থেকে তারা কী ভাবছ? ঠিক আছে? তাহলে, পরের সিজনে তাদের আনবে? আনতে হবে। যারা ভারত থেকে তারা আনবে? যাদের লৌকিক এবং অলৌকিক অক্যুপেশনের ব্যালেন্স আছে তাদের নিয়ে এসো। তোমাদের মতো শুধু যারা ব্রাহ্মণ জীবনে আছে তাদের নয়, বরং লৌকিক অলৌকিক দুইই, তাদের প্রভাব বেশি হবে। লোকে দৃষ্টি নিতে তোমাদের কাছে আসবে। আচ্ছা - কী ভাবছো, জয়ন্তী?

নামের ব্যাপারে ভাবছো কি? নির্মলা, মোহিনী এই নামের ব্যাপারে ভাবছো, তাই না? এখানে পাণ্ডবদের দেখ! ভারতের পান্ডব কিছু কম আছে। তারা ঈশ্বরের মহিমা তথা ঈশ্বরসম। দেখো, কিছু কিছু পান্ডব তো এখানে বসে আছে। এই ব্রায়ান তো সামনে বসে আছে, তাই না! (অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান ভাইয়ের সাথে) ফুলের তোড়া প্রস্তুত করতে হবে তো না! খুব ভালো ভালো রয়েছে, কী নাম দাও, এন. সি. ও., আচ্ছা। ফরেনের এন. সি. ও. হাত তোলো। এন. সি. ও. হওয়া সহজ নয়! তোমাদের চমৎকার করতে হবে। তোমরা করতে পারো, কোনো বড় ব্যাপার নয় কেননা, ভূমি প্রস্তুত। বীজ বপনও হয়ে আছে, শুধু পালনের জল দিতে হবে। এখন বীজকে প্রতিপালনের জল দেওয়া প্রয়োজন। আচ্ছা।

টিচাররাও অনেকে এসেছে। টিচারদেরও অভিনন্দন। নিজেরই সেবা করেছো তো না! তাইতো সেবার অভিনন্দন। আচ্ছা। গুজরাটের কী অবস্থা? অস্থিরতা গুজরাট থেকে শুরু হয়েছে। বেশি অশান্ত গুজরাট আর বিদেশেও অল্প অল্প শুরু হয়েছে। ভয় পাও না তো, তাই না! ভূমি তো কাঁপে কিন্তু তোমাদের হৃদয় কাঁপে না তো! যেখানে ভূমির কম্পন হয়েছে, লোকসান হয়েছে, ওখান থেকে যারা এসেছো তারা ওঠো। যারা আমেদাবাদ থেকে তারাও ওঠো। আচ্ছা। হৃদয় কেঁপেছে নাকি ভূমি কেঁপেছে? কী হয়েছে? হৃদয়ে একটু এরকম এরকম হয়েছে? হয়নি! বাহাদুর তোমরা। বাপদাদা দেখেছেন যে, বাচ্চারা নিজেদের সাহস আর বাবার ছত্রছায়া দ্বারা তাদের রেকর্ড ভালো রেখেছে। কেউ ফেল হয়নি, সবাই পাস হয়ে গেছে, কেউ কম কেউ বেশি। সব জায়গাতে নম্বরক্রমানুসারে তো সবাই হয়েই থাকে। কিন্তু তোমরা সবাই পাস। অভিনন্দন। সবচাইতে বেশি সংকটপূর্ণ স্থান থেকে কে এসেছে? (একজন ভুজ থেকে এবং এর কাছাকাছি এক শহর ভচাউ থেকে একজন বোন এসেছে) আচ্ছা, ভুজে তোমরা তো হাজারো ভুজের (হাত) সাথে ছিলে। আচ্ছা, এই পেপারে তোমরা পাস। খুব ভালো করেছ। ভবিষ্যতেও কেঁপে যেও না। এখন তো হতে থাকবে। ঘাবড়ে যেও না। (প্রতিদিন হয়) হতে দাও। দেখ পরিবর্তন হতে হবে তো না! সুতরাং প্রকৃতিও তো নিজের কাজ করবে, তাই না! যখন মনুষ্য আত্মারা প্রকৃতিকে তমোগুণী বানিয়ে দিয়েছে, তাহলে সে নিজের কাজ তো করবে তাই না! কিন্তু ড্রামার খেলাতে এই প্রতিটা খেলাও খেলা। দেখে নিজের অবস্থা উপর নিচে ক'রো না। মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মাদের স্ব-স্থিতিকে পর-স্থিতি যেন প্রভাবিত না করতে পারে। পরিবর্তে অন্য আত্মাদের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার নিমিত্ত হও কেননা, মানসিক পীড়া তোমরা মেডিটেশন দ্বারাই সমাপ্ত করতে পারো। ডাক্তাররা নিজেদের কাজ করবে, সায়েন্সের লোকেরা তাদের নিজেদের কাজ করবে, গভর্নমেন্ট নিজের কাজ করবে, তোমাদের কাজ হলো মানসিক পীড়া, টেনশন শেষ করে দেওয়া। টেনশন ফ্রী জীবনের দান দেওয়া। সহযোগ দেওয়া। যেমন, বর্তমান সময়ে দেশ বিদেশের তারা সবাই সহযোগী হয়ে সহযোগ দিচ্ছে, তাই না। এটা খুব ভালো করছে। এতে প্রমাণ হয় যে বিদেশ হোক বা যেকোনো কেউই হোক ভারত দেশের প্রতি ভালবাসা আছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের কার্য তো করছে, তোমরা তোমাদেরটা করছো। যেমন, যদি আগুন লাগে, তাহলে যারা আগুন নেভায় তারা ভয় পায় না, আগুন নেভায়। সুতরাং তোমরা সবাই মনোপীড়ার অগ্নি-নির্বাপক। আচ্ছা।

তাহলে, গুজরাট মজবুত তো না! হাজারো ভুজের ছত্রছায়ায় আছ তোমরা। যেকোনো কোথাও এটা হতে পারে, এখন তো গুজরাটকে দেখে তোমরা অনুভাবী হয়ে গেছ তো না! যেখানেই হোক না কেন, দেখ প্রকৃতিকে কেউ মানা করতে পারে না - গুজরাটে এসো, আবুতে এসো না, বোম্বেতে (মুম্বই) এসো না, না! সে স্বাধীন। যতই হোক, সবাইকে নিজের স্ব-স্থিতি অনড় অটল আর নিজের বুদ্ধিকে, মনের লাইনকে ক্লিয়ার রাখতে হবে। লাইন যদি ক্লিয়ার থাকে তবে টাচিং হবে। বাপদাদা আগেই বলেছিলেন ওদের ওয়্যারলেস আছে, তোমাদের ভাইসলেস বুদ্ধি আছে। কী করতে হবে, কী হতে চলেছে, তোমরা তা' স্পষ্টভাবে আর তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারবে। এমন ভাববার প্রয়োজন হবে না আমরা বাইরে বেরিয়ে যাই! ভিতরে বসি! দরজায় বসি! ছাদে বসি! না! তোমাদের পা সেখানেই নিয়ে যাবে যেখানে সেফ্টি থাকবে। আর যদি তোমরা খুব ঘাবড়ে যাও, ঘাবড়ানো তো উচিত নয়, কিন্তু যদি খুব ঘাবড়ে যাও, খুব ভয় লাগে তাহলে মধুবন অ্যাসাইলাম ঘর তোমাদের। ভয় পেও না। এখনো তো কিছু হয়নি, এখন সব কিছু হওয়ার আছে, ভীত হয়ো না, এটা খেলা। পরিবর্তন তো হতে হবে তাই না! বিনাশ নয়, পরিবর্তন হতে হবে। সবার মধ্যে বৈরাগ্য বৃত্তি উৎপন্ন হতে হবে। সহৃদয় হয়ে সর্বশক্তি দ্বারা সকাশ দিয়ে কৃপা করো। বুঝেছো!

এখন এক সেকেন্ডে মন আর বুদ্ধি একাগ্র করতে পারো? স্টপ্, ব্যস্ স্টপ হয়ে যায় যেন। এখন এক সেকেন্ডের জন্য মন

আর বুদ্ধি একেবারে একাগ্র বিন্দু, বিন্দুতে সমাহিত হয়ে যাও। আচ্ছা। (বাপদাদা ড্রিল করিয়েছেন)

চতুর্দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের, চতুর্দিকের যারা সদা দৃঢ় সংকল্পের ব্রত রাখে এমন অনড় আত্মাদের, চতুর্দিকের যারা সাহস আর উদ্যমের সাথে স্ব সেবা এবং লোক কল্যাণের সেবা করে এমন সকল মহান সেবাধারী আত্মাদের, আজকের শিব জয়ন্তীর অভিনন্দন আর শুভাশিস সহ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- বাবার স্নেহ হৃদয়ে ধারণ করে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত প্রকৃত স্নেহী ভব

বাবা সব বাচ্চাকে একইরকম স্নেহ দেন। কিন্তু বাচ্চারা নিজের শক্তি অনুযায়ী স্নেহ ধারণ করে। যারা অমৃতবেলার আদি সময়ে বাবার স্নেহ ধারণ করে নেয়, তাদের হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ সমাহিত হওয়ার কারণে আর কোনো স্নেহ তাদের আকর্ষণ করে না। যদি হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্নেহ ধারণ না করে তাহলে হৃদয়ে জায়গা হওয়ার কারণে মায়া ভিন্ন ভিন্ন অনেক রূপে স্নেহে আকর্ষণ করে নেয়। সেইজন্য প্রকৃত স্নেহী হয়ে পরমাত্ম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকো।

স্লোগানঃ- দেহ, দেহের পুরানো দুনিয়া এবং সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে যারা ওড়ে তারাই ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী।

সূচনাঃ- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রিয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বৎস সংগঠিতভাবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিশেষ করুণাময় বাবার সঙ্গে নিজের সহৃদয় স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল আত্মাকে পবিত্রতার বল প্রদান করুন। পবিত্র ভাইব্রেশন বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;